ইউনিট ৩
বসতবাড়ি, সড়ক ও বাঁধের ধারে বনায়ন কৌশল

ইউনিট ৩ বসতবাড়ি, সড়ক ও বাঁধের ধারে বনায়ন কৌশল

বাংলাদেশের মোট বনভূমির প্রায় ১৮ ভাগ এলাকা বনাঞ্চল হলেও সত্যিকার অর্থে বৃক্ষাবৃত এলাকার পরিমাণ ১০ ভাগেরও কম। পার্বত্য এলাকার অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলে (প্রায় ৫% ভূমিতে) কোনো গাছপালা নেই বললেই চলে। কিন্তু আমাদের কাঠের চাহিদা পূরণে এবং পরিবেশের ভারসাম্য ও স্থায়িত্বশীল কৃষির জন্য বৃক্ষাআছাদিত জমির পরিমাণ বাড়ানো অত্যাবশ্যক। কাজেই আমাদের অধিক হারে গাছ লাগাতে হবে। বনাঞ্চল ছাড়া যেখানে গাছ লাগানো হয় বা লাগানোর সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে বসতবাড়ি, সড়ক ও বাঁধের ধারে বনায়ন অন্যতম। এছাড়াও রেল লাইনের দুধারে, পতিত জমি, নদী, নালা, খাল, বিল, সমুদ্র উপকূলসহ বিভিন্ন স্থানে গাছ লাগানো যেতে পারে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বসতবাড়ির আঙ্গিনায়, সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণের কৌশল সর্ম্পকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১ বসতবাড়িতে বনায়ন

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বসতবাড়ির আঙ্গিনায় গাছ লাগানোর জন্য কীভাবে স্থান নির্বাচন করতে হয় তা লিখতে পারবেন।
- গাছ লাগানোর জন্য কীভাবে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কীভাবে গাছ লাগাতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বসতবাড়িতে বনায়ন

বসতবাড়িতে গাছ লাগানোর জন্য যে পরিবেশ বিরাজ করে তা পাহাড়ি এলাকা বা অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন। এখানকার পরিবেশ খোলামেলা নয়। বসতবাড়িতে অনেক গাছপালা থাকে। তাই বসতবাড়িতে গাছ নির্বাচনের সময় সূর্যালোক প্রাপ্তির ভিত্তিতে গাছ নির্বাচন করতে হবে। অনেক গাছ আছে ছায়া সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এমনও অনেক গাছ আছে যারা চারা থাকা অবস্থায় ছায়া না থাকলে বাঁচতে পারে না। কাজেই এসব বিবেচনায় রেখে গাছ নির্বাচন করতে হবে।

> বসতবাড়িতে গাছ লাগানোর জন্য যে পরিবেশ বিরাজ করে তা পাহাড়ি এলাকা বা অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন।

বৃক্ষরোপণ কৌশল

> পার্শ্ববর্তী এলাকায় যদি বড় গাছ থাকে তবে প্রথমে তার ডালপালা এমনভাবে কাটতে হবে যেন সে স্থানে সূর্যালোক পৌঁছে।

পার্শ্ববর্তী এলাকায় যদি বড় গাছ থাকে তবে প্রথমে তার ডালপালা এমনভাবে কাটতে হবে যেন সে স্থানে সূর্যালোক পৌঁছে। তাছাড়া যেখানে কমপক্ষে ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার স্থান নেই সেখানে গাছ না লাগানোই উত্তম। তবে প্রাকৃতিকভাবে যদি সেখানে কোনো গাছের চারা জন্মায় তা রেখে দেয়া যেতে পারে।

ইউনিট ২ এ চারা লাগানোর যে কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে বসতবাড়িতে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রেও একই কৌশল প্রযোজ্য। প্রথমে বসতবাড়িতে যে স্থান গাছ লাগানোর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সেখানে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার মাপের একটি গর্ত করুন। গর্তের উপরের মাটি একপাশে এবং নিচের মাটি অন্যপাশে রাখতে হবে। এরপর উপরের এবং নিচের মাটি ভালোভাবে মিশ্রিত করতে হবে। প্রতিটি গর্তে ১ কেজি শুকনো গোবর, ২০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম এমপি সার মিশাতে হবে। এক সপ্তাহ পর সেখানে চারা লাগাতে হবে। যদি পলিব্যাগের চারা লাগানো হয় তবে ধারালো ছুরি দিয়ে পলিব্যাগটি কেটে ফেলে দিয়ে মাটিসমেত চারা গর্তে রোপণ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই চারার গোড়ার মাটি যেন সরে না যায়। কারণ, এতে চারার শিকড় নষ্ট হতে পারে। চারার শিকড় নষ্ট হলে চারা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যদি স্ট্যাম্প চারা হয় তবে গর্ত ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে গর্তের পরিমাণ অর্ধেক হলেই চলে। যদি সরাসরি বীজ বপন করা হয় তবে গর্তের পরিমাণ আরও ছোট হবে (২.৫ সে.মি. × ২.৫ সে.মি. × ২.৫ সে.মি.)।

চারা লাগানোর পর গরুছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁশের খাঁচা বা কাঁটাজাতীয় গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। যদি চারা লাগানোর পর বৃষ্টি না হয় তবে প্রতিদিন একবার করে একমাস পর্যন্ত পানি দিতে হবে।

সারমর্ম ঃ বসতবাড়িতে গাছ লাগাতে হলে সেখানকার বড় গাছের ডালপালা এমনভাবে কাটতে হবে যেন সূর্যালোক পৌঁছতে পারে। যেখানে কমপক্ষে ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার স্থান নেই সেখানে গাছ না লাগানোই উত্তম। তবে প্রাকৃতিকভাবে যদি সেখানে কোনো গাছের চারা জন্মায় তা রেখে দেয়া যেতে পারে। চারা লাগানোর পদ্ধতি সবস্থানেই একই ধরনের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। কী পরিমাণ জায়গা থাকলে সেখানে গাছ লাগানো উত্তম?

ক) ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার

খ) ১.৭ মিটার × ১.৭ মিটার

গ) ১.৯ মিটার × ১.৯ মিটার

ঘ) ২.০ মিটার × ২.০ মিটার

২। প্রতিটি গর্তে কী পরিমাণ টি.এস.পি. সার দিতে হবে?

ক) ২৫ গ্রাম

খ) ২০ গ্রাম

গ) ১৫ গ্রাম

ঘ) ১০ গ্রাম

৩। সরাসরি বীজ লাগালে গর্তের পরিমাণ কতটুকু হবে?

ক) ১.২৫ সে.মি. × ১.২৫ সে.মি. × ১.২৫ সে.মি.

খ) ১.৫ সে.মি. × ১.৫ সে.মি. × ১.৫ সে.মি.

গ) ২.০ সে.মি. × ২.০ সে.মি. × ২.০ সে.মি.

ঘ) ২.৫ সে.মি. × ২.৫ সে.মি. × ২.৫ সে.মি.

পাঠ ৩.২ সড়কের ধারে বৃক্ষরোপণ কৌশল

এ পাঠ শেষে আপনি -

■ সড়কের ধারে লাগানোর জন্য গাছ নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

- কীভাবে সড়কের ধারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে তা লিখতে পারবেন।
- গাছ রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

সড়কের ধারে বৃক্ষরোপণ কৌশল

> বসতভিটায় গাছ লাগানোর পদ্ধতি থেকে সড়কের ধারে বনায়ন পদ্ধতি ভিন্নতর।

কোনো বিশাল এলাকা জুড়ে বনায়ন কিংবা বসতভিটায় গাছ লাগানোর পদ্ধতি থেকে সড়কের ধারে বনায়ন পদ্ধতি ভিন্নতর। কারণ, এখানে গাছ লাগানোর জন্য স্থান অপর্যাপ্ত এবং সরু লাইন ধরে গাছ লাগানো হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে বনায়নের সময় সাধারণত ২ মিটার × ২ মিটার দূরে দূরে গাছ লাগানো হয়। কিন্তু সড়কের ক্ষেত্রে এক লাইন বা একাধিক লাইন হলেও একইভাবে লাগানো যায় না। এ পাঠে প্রথমে গাছ লাগানোর বিবেচ্য বিষয়, লাগানোর পদ্ধতি ও পরে রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গাছ নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

> সড়কের ধারে গাছ লাগানোর প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো এমন প্রজাতির গাছ নির্বাচন করা যা যানবাহন বা পথচারীর দৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি না করে।

সড়কের ধারে গাছ লাগানোর প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো এমন প্রজাতির গাছ নির্বাচন করা যা যানবাহন বা পথচারীর দৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি না করে। যেসব গাছের ডালপালা বেশি এবং দ্রুত বাড়ে সেসব গাছ নির্বাচন করা ঠিক নয়। কারণ, এতে সড়কের দৃশ্যতা নষ্ট হয়। কাজেই এমনসব চারা লাগাতে হবে যাদের পাতা সরু এবং কম। তাছাড়া বড় সড়কের পাশে লাগানোর জন্য অতি দ্রুত বর্ধনশীল গাছ নির্বাচনও ঠিক নয়। কারণ, সড়কের পাশ ঢালু। ঢালু স্থানে বারবার মাটিকে নাড়াচাড়া করলে ভূমিক্ষয় হতে পারে। সড়কের ধারে লাগানোর জন্য ফলের গাছ নির্বাচন করাও উচিত নয়। ফলের গাছ

লাগানোর প্রথম দুটি অসুবিধা হলোñ ফলের জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে যানবাহনের সাথে ধাক্কা লাগতে পারে। তাছাড়া যানবাহনের চাকার নিচে ফল পড়লে অনেক সময় গাড়ির চাকা পিছলে যেতে পারে। এর বাইরে আরও একটি কারণ রয়েছে। তাহলো মালিকানাবিহীন গাছের ফলের দাবিদার অনেকে হতে পারে। তাদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদেরও সম্ভাবনা থাকে। কাজেই ফলজ বৃক্ষ না লাগানোই উত্তম। তবে তা সকল সড়কের বেলায় প্রযোজ্য নয়। যে সড়কে যানবাহনের চলাচল নেই এবং দৃশ্যায়নে অসুবিধা নেই সেখানে ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে। তবে এমন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে যাতে ফলের মালিকানা নিয়ে কোনো সমস্যা না হয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক হলে সেখানে যেকোনো ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে।

> গাছ মাটিক্ষয় রোধ করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গাছ মাটিক্ষয় রোধ করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উঁচু লম্বা গাছের পাতায় বৃষ্টির পানি জমে তা

সরাসরি মাটিতে পড়লে মাটির ক্ষয় বাড়তে পাড়ে। কাজেই রাস্তার ধারে বহুস্ রী বনায়ন (অর্থাৎ গাছের নিচে বিরুৎ বা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের সংমিশ্রণ) সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় মাঝারি বা ছোট আকৃতির গাছ নির্বাচন করা আবশ্যক।

কীভাবে গাছ লাগাবেন?

সড়কের ধারে যেখানে গাছ লাগানো যেতে পারে তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বড় সড়কের ক্ষেত্রে জনগণের চলাচলের রাস্তার পাশে যে জায়গা থাকবে সেখানে গাছ লাগনো যেতে পারে। তাছাড়া সড়কের ঢালু স্থান এবং ঢালু স্থানের শেষে পাশ্ববর্তী জমির সাথে যে স্থান সেখানে গাছ লাগানো যায়। মাটির উর্বরতা ও পানির প্রাপ্যতা এ তিন স্থানে তিন প্রকার। এ তিনটি স্থানের মধ্যে পানির প্রাপ্যতা

সবচেয়ে কম হচ্ছে ঢালু স্থানে। নিচে সবচেয়ে বেশি এবং উপরের সমান্তরাল স্থানে তুলনাম লকভাবে কম। যানবাহন ও জনগণ চলাচলের পাশে যে স্থান থাকে তাতে একসারি (স্থানভেদে জমির প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে একাধিক) গাছ লাগানো যেতে পারে। যদি দুসারি লাগানো হয় তবে ১.৫-২.০ মিটার দূরে দূরে গাছ লাগানো যেতে পারে। কিন্তু যদি ঢালু অংশে গাছ লাগানো হয় তবে তা প্রথম সারির একটি গাছ থেকে অন্য গাছের যা দূরত্ব তার সমান হলেও দুটো গাছের মধ্যবর্তী স্থান থেকে লাইন শুরু করা বাঞ্ছনীয়।

সড়কের নিচের অংশে এক সারিতে গাছ লাগানো হয়।

সড়কের নিচের অংশে এক সারিতে গাছ লাগানো হয়। মাটির যে অংশ নিচু তাতে মান্দার, জারুল, পিটালি, হিজলজাতীয় গাছ লাগানো হয়। গাছ লাগানোর পদ্ধতি অর্থাৎ মাটিতে গর্ত করা ও লাগানোর পদ্ধতি অন্যান্য স্থানের মতোই।

সারমর্ম ঃ সড়কের ধারে গাছ লাগানোর জন্য প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো এমন প্রজাতির গাছ নির্বাচন করা যা যানবাহন বা পথচারীর দৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি না করে। তাছাড়া অতি দ্রুত বর্ধনশীল গাছ নির্বাচনও ঠিক নয়। কারণ, সড়কের পাশ ঢালু। ঢালু স্থানে বারবার মাটিকে নাড়াচাড়া করলে ভূমিক্ষয় হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। পাহাড়ি অঞ্চলে বনায়নের সময় সাধারণত কতটুকু দূরে দূরে গাছ লাগানো হয়?

ক) ৪ মিটার × ৪ মিটার

খ) ৩ মিটার × ৩ মিটার
গ) ২ মিটার × ২ মিটার
ঘ) ১ মিটার × ১ মিটার

২। গাছ কী করে?
ক) মাটিক্ষয় রোধ করে
খ) মাটিক্ষয় বাড়ায়
গ) মাটিকে ধরে রাখে
ঘ) মাটিকে এক করে ফেলে

৩। সড়কের নিচের অংশে কীভাবে গাছ লাগানো হয়?
ক) একসারিত
খ) দুসারিতে
গ) লম্বালম্বি
ঘ) এলোমেলোভাবে

পাঠ ৩.৩ বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণ কৌশল

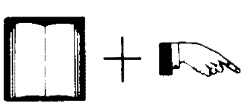

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বাঁধের ধারে গাছ লাগানোর জন্য কীভাবে বৃক্ষ নির্বাচন করতে হয় তা লিখতে পারবেন।
- গাছ লাগানোর কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

> বাঁধের দুপাশে দ্বিবীজপত্রী, উঁচু ও বেশি শাখাপ্রশাখাস্পন্ন গাছ লাগানো উচিত নয়। বেশি উঁচু গাছ হলে মাটির ক্ষয় বেশি হবে।

গাছ নির্বাচন

বাঁধের ধারে গাছ লাগানোর পূর্বে কী গাছ লাগাবেন তা নির্ধারণ করতে হবে। রাস্তার পাশে গাছ লাগানোর জন্য যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এক্ষেত্রেও অনেকটা সেভাবেই নির্বাচন করতে হবে। বাঁধের দুপাশে দ্বিবীজপত্রী উঁচু ও বেশি শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন গাছ লাগানো উচিত নয়। বেশি উঁচু গাছ হলে মাটির ক্ষয় বেশি হবে। বেশি এলাকা জুড়ে মূল বা শিকড় থাকে এমন গাছ নির্বাচন করা উত্তম। উদাহরণসরূপ নারিকেল, সুপারি বা অন্যান্য একবীজপত্রী গাছ লাগানো যেতে পারে। এদের শিকড় বেশ এলাকা জুড়ে থাকে বলে মাটির বেশি ক্ষয়রোধ করতে পারে। তবে, খেয়াল রাখতে হবে

যদি বাঁধের ধারে বনায়ন করা হয় তবে সড়কের পাশের মতো একাধিকস্ রী হতে হবে। এতে মাটির ক্ষয় কম হবে।

বাঁধের পাশে গাছ লাগানোর সময় আরও একটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। বন্যার সময় এ বাঁধকে গরুছাগলের আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তখন গোখাদ্যেরও অভাব দেখা যায়। কাজেই গাছ নির্বাচনের সময় যে গাছের পাতা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমনকিছু গাছও নির্বাচন করা উচিত।

> বাঁধের ধারে যেখানে গাছ লাগানো হয় তা ঢালু, তাই সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগালেও প্রথম লাইন যেখান থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় লাইন তার বরাবর না হয়ে মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু হবে।

বৃক্ষরোপণ কৌশল

বৃক্ষরোপণ কৌশল মুলত অন্যান্য স্থানে রোপণ পদ্ধতির মতোই। যেখানে চারা লাগানো হবে সেখানে প্রথমে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের মাটিতে ১ কেজি শুকনো গোবর সার মিশাতে হবে। সম্ভব হলে রাসায়নিক সারও পূর্বের পাঠের বর্ণনামতো মিশানো যেতে পারে। এর এক সপ্তাহ পর চারা লাগানো যেতে পারে। চারা লাগানোর পর মাটি ভালোভাবে টিপে দিতে হবে। যদি বৃষ্টি না থাকে তবে চারা লাগানোর পর নিয়মিত পানি দিতে হবে। যেহেতু বাঁধের ধারে যেখানে গাছ লাগানো হয় তা ঢালু, তাই সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগালেও প্রথম লাইন যেখান থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় লাইন তার বরাবর না হয়ে মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু হবে। ফলে ২ মিটার দূরে দূরে গাছ লাগানো হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি চারা থেকে অন্য চারার দূরত্ব হবে ২ মিটার × ১ মিটার। এর ফলে মাটি ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বাড়বে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সড়ক বা বসতবাড়িতে যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তা নেয়া যেতে পারে। কিন্তু সড়ক বা বাঁধের ধারে বনায়নের সময় পাহাড়াদার রাখার পদ্ধতিও বেশ প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে প্রতি এক কিলোমিটারে ১ জন লোককে নিয়োগ করে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় গাছের অংশীদারিত্ব ও শ্রম দেয়ার জন্য গম দেয়া হয়।

> **সারমর্ম ঃ** বাঁধের ধারে গাছ লাগানোর পদ্ধতি একটু ভিন্ন রকমের। সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগালেও পরপর দুসারির গাছ একই সমান্তরালে না থেকে প্রতি দুটি গাছের মাঝখানে অন্য সারির একটি গাছ থাকবে। এতে বাঁধ নষ্ট হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বাঁধের ঢালে লাগানো চারা থেকে চারার প্রকৃত দূরত্ব কত হয়?

ক) ২ মিটার × ১ মিটার

খ) ২ মিটার × ২ মিটার

গ) ২ মিটার × ২.৫ মিটার
ঘ) ২ মিটার × ৩ মিটার

২। বন্যার সময় বাঁধকে কী হিসেবে ব্যবহার করা হয়?
ক) মানুষের আশ্রয়স্থল
খ) গরুছাগলের আশ্রয়স্থল
গ) বিপদের বন্ধু
ঘ) নিরাপত্তার জায়গা

৩। বাঁধের ধারে কী গাছ লাগানো উচিত?
ক) নারিকেল, সুপারি
খ) আম, জাম
গ) সেগুন, মেহগনি
ঘ) চাপালিশ, তেঁতুল

ব্যবহারিক

পাঠ ৩.৪ বসতবাড়ি, সড়ক ও বাঁধের ধারে বনায়ন কৌশল

এ পাঠ শেষে আপনি Ñ

■ বসতবাড়ি, সড়ক ও বাঁধের ধারে নিজ হাতে বনায়ন করতে পারবেন।

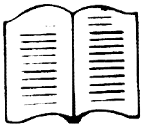

স্থান নির্বাচন

বসতবাড়ির আঙ্গিনা, আশপাশ, সড়ক ও বাঁধের ধার।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. কুড়াল, খুন্তি , শাবল, ছুড়ি, গোবর, রাসায়নিক সার ইত্যাদি।
২. ব্যবহারিক খাতা, পেন্সিল, কলম, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- বসতবাড়ি হলে আপনি যেখানে গাছ লাগাবেন তার আশপাশে যদি বড় গাছ থাকে তবে প্রথমে তার ডালপালা ছেটে নিন। সড়ক বা বাঁধের ধারে হলে এর প্রয়োজন নেই।
- যে গাছ লাগানো হবে তার সতেজ চারা সংগ্রহ করুন।
- সঠিক নিয়মে প্রয়োজনীয় মাপের গর্ত করুন।
- গর্তের মাটিতে গোবর ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে ভালোভাবে মাটি গুঁড়ো করে নিন।
- মাটি আবার গর্তে দিন।
- চারার শিকড়ের সমপরিমাণ একটি গর্ত করুন।
- চারা যদি পলিব্যাগের হয় তবে ধারালো ছুরি দিয়ে পলিব্যাগটি কেটে সরিয়ে নিন।
- মাটিসমেত চারা গর্তে দিয়ে চারপাশের মাটি চেপে দিন।
- এরপর পানি দিন।
- পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে খাতায় লিখে আপনার টিউটরকে দেখান ও তাতে সই নিন।

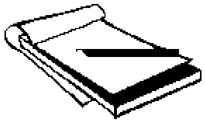

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামুলক প্রশ্ন

১। বসতবাড়ির আঙ্গিনায় গাছ লাগানোর জন্য কোন্ ধরনের স্থান নির্বাচন করতে হয়?
২। সড়কের ধারে কোন্ পদ্ধতিতে গাছের চারা লাগাবেন তা বর্ণনা করুন।

৩। বাঁধের ধারে যে পদ্ধতিতে গাছের চারা লাগানো হয় তার বর্ণনা দিন।
৪। বাঁধের ধারে বনায়ন কৌশল বর্ণনা করুন।
৫। সড়কের ধারে লাগানোর জন্য কীভাবে গাছ নির্বাচন করবেন?

উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১

১। ক ২। খ ৩। ঘ

পাঠ ৩.২

১। গ ২। ক ৩। ক

পাঠ ৩.৩

১। ক ২। খ ৩। ক